যুগান্তর

তারিখ 31 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

জেএসসি পরীক্ষা কাল শুরু

প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিয়ে শংকা

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামীকাল মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা। সকাল পৌনে ১০টায়ই ছাত্রছাত্রীদের হাতে উত্তরপত্র দেয়া হবে। এজন্য তাদের সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে উপস্থিত হতে হবে পরীক্ষার হলে। তবে প্রশ্নপত্র যথারীতি সকাল ১০টায় হাতে দেয়া হবে। রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, 'পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে কেন্দ্রে উপস্থিতির এই বিধান অনুসরণের জন্য আমরা অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতে এটা বাধ্যতামূলক করা হবে।'

এদিকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধে এবার যথেষ্ট প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে এবার প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিয়ে

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শংকা দেখা দিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে প্রশ্নপত্র ছাপার কাজে জড়িত বিজি প্রেসের সব পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তালিকা সংরক্ষণ করা হতো। পাশাপাশি তাদের ওপর গোয়েন্দা নজরদারিও থাকত। এর সুফলও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এবার এ ধরনের কোনো তালিকা সংরক্ষণ করা হয়নি। এমনকি ২৬ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এ সংক্রান্ত বৈঠককে সামনে রেখে বিজি প্রেসে তালিকা চেয়েও পাওয়া যায়নি। এর ফলে কাদের নজরদারি করতে হবে, সে ব্যাপারে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কোনো দিকনির্দেশনা দেয়া যায়নি। এ অবস্থায় প্রশ্নফাঁসের ঝুঁকির মধ্যেই কাল এই পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এ প্রসঙ্গে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, 'প্রশ্নপত্র ছাপনোর কাজ তদারকি করে মন্ত্রণালয়। এবার এই কাজ শুরু হয়েছে এক মন্ত্রণালয়ের অধীন। এখন পরীক্ষা নিয়ে আমরা আরেক মন্ত্রণালয়। তাই এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে সমস্যা নেই। প্রশ্নফাঁস রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২০ অক্টোবর পরীক্ষার দায়িত্ব পাওয়ার পর ২৬ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বৈঠক করে। বৈঠকে প্রশ্ন ছাপা কাজে সম্পৃক্তদের গোয়েন্দা নজরদারির প্রশ্নে তালিকা তলবের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা তালিকা চেয়েও পাননি। তবে এরপরও শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে কয়েক দফা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে— সম্ভাব্য ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পুলিশ ও গোয়েন্দা নজরদারিতে রাখা, এ কাজে বিজি প্রেসের সিসি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা, ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বা সব আইআইজিতে (ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে) কর্মরত সার্ভার প্রোভাইডারকে সতর্ক রাখা, ফেসবুকে নজরদারি, কোচিং সেন্টারে নজরদারি, পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশের ফটোকপি দোকান বন্ধ রাখা ও সেগুলো নজরদারি করা।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী যুগান্তরকে বলেন, 'নকলমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে চারটি ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়েছে। তারা সন্দেহজনক কেন্দ্র নিবিড় পর্যবেক্ষণ করবেন। এর বাইরে বোর্ডের বিভিন্ন টিমও কাজ করবে। আর পরীক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ করে প্রশ্নফাঁসের ঘটন আইসিটি আইনের ৫৭ ধারায় বিচার করা হবে।'

রোকাবের সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাব শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'নকলে বা পরীক্ষার হলে সহায়তায় শিক্ষকদের নাম উঠে আসা দুর্ভাগ্যজনক। শিক্ষকরা আদর্শস্থানীয় হবেন। এটাই সবার প্রত্যাশা। এরপরও কিছু দুষ্ট লোক শিক্ষকতায় ঢুকে গেছে। তবে তাদের আমরা ছাড়ছি না। চিহ্নিত করে চাকরিচ্যুত এবং জেলেও পাঠাচ্ছি।' শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবারের এই দুই পরীক্ষায় সর্বমোট ২৪ লাখ ১২ হাজার ৭৭৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ১২ লাখ ৮৮ হাজার ৪০২ জন ছাত্রী; ছাত্র ১১ লাখ ২৪ হাজার ৩৭৩ জন। এবার এক লাখ ৬৪ হাজার ২৯ ছাত্রী বেশি পরীক্ষা দিচ্ছে। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে স্কুলে বা জেএসসিতে আট বোর্ডের অধীনে এবার ২০ লাখ ৩৮ হাজার ৩০৩ জন এবং জেডিসিতে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে তিন লাখ ৭৪ হাজার ৪৭২ জন। এবার জেএসসিতে এক লাখ তিন হাজার ৬৫৩ ও জেডিসিতে ১৮ হাজার ২১ অনিয়মিত পরীক্ষার্থী। গতবছর এক থেকে তিন বিষয়ে অকৃতকার্যরা এবার পরীক্ষা দেবে। এই সংখ্যা জেএসসিতে ৯১ হাজার ৮৬১; জেডিসিতে ১৪ হাজার ৬৯৮। দেশের বাইরের আটটি কেন্দ্রে এবার ৬৮১ জন জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। দেশের ২৮ হাজার ৭৬১টি প্রতিষ্ঠানের এসব শিক্ষার্থী ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নেবে। গত বছর এই পরীক্ষায় ২৩ লাখ ২৫ হাজার ৯৩৩ জন অংশ নিয়েছিল।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন, অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ, জাকির হোসেন ভূইয়া, যুগ্মসচিব রুহী রহমান, আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম ছায়েফউল্যা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।